পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণের বিদেশে অ-নুমোদিত অনুপস্থিতির উপর বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল-এর ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন

৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

নিরীক্ষা বৎসর ঃ জানুয়ারী, ১৯৯৪ হতে ডিসেম্বর, ২০০৪ পর্যন্ত

প্রথম খন্ড

অডিটের সংক্ষিপ্তসার

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণের বিদেশে অননুমোদিত অনুপস্থিতির উপর বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল-এর ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন

৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

নিরীক্ষা বৎসর ঃ জানুয়ারী, ১৯৯৪ হতে ডিসেম্বর, ২০০৪ পর্যন্ত

প্রথম খন্ড

অডিটের সংক্ষিপ্তসার

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

মহাপরিচালকের মন্তব্য

সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির (পিএসি) সিদ্ধান্ত এবং সিএজি কার্যালয়ের স্মারক নং-সিএজি/অডিট/বিনি/ইঃবিঃ/২০১ (২০০৪)/৮৭৫ তাং- ১০/১/০৫ এর নির্দেশ মোতাবেক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন " **৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়** " এর "শিক্ষকগণের বিদেশে অননুমোদিত অনুপস্থিতির" উপর জানুয়ারী ১৯৯৪ হতে ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা এ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের কার্য পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকারী বিধি অনুসরণে অসংগতি ও অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রযোজ্য বিধি বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করায় গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংঘটিত হচ্ছে। নিরীক্ষায় উদ্‌ঘাটিত আর্থিক অনিয়মসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় একদিকে যেমন সরকারী অর্থের অপচয় হচ্ছে, অন্যদিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়মের সংখ্যাও ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- নিরীক্ষা পরিচালনার সময় আপত্তিসমূহ মূল প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করে ৩১/১০/০৫ তারিখের স্মারক নং-৪৪৭/এল.এ.জি-২/ইস্যু ভিত্তিক নিঃ প্রঃ/৯৪-২০০৪/২৫ এর মাধ্যমে স্থানীয় অফিসে প্রতিবেদন ইস্যু করা হয়।
- জবাব প্রদান না করায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর চূড়ান্ত জবাব দেওয়ার জন্য আধা সরকারী পত্র নং-৪৪৭/এল.এ.জি-২/ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা প্রঃ/৯৪-০৪/৬০ তাং- ৩১/৮/০৬ এর মাধ্যমে একটি আধা সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়।
- উল্লেখ্য যে, আলোচ্য প্রতিবেদনের উপর বিগত ২২/১২/০৫ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে একটি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা পূর্বক গুরুতর অনিষ্পত্তিযোগ্য আপত্তির সমন্বয়ে আলোচ্য প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে।

৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক কার্ রে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং আর্থিক ব্যব া থাকলে এরূপ অনিয়ম সংঘটিত হতোনা। এ সকল অনিয়মসমূহ দূরীকরণের ব্যাপারে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

তারিখঃ ..... বঃ

খ্রিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো ।

আসিফ আলী
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

তারিখঃ ..... বঙ্গাব্দ

খ্রিষ্টাব্দ

নিরীক্ষার পটভূমি (Background of Audit)

অডিটি প্রতিষ্ঠান (Auditee Organizations) ঃ

(১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(২) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
(৩) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
(৪) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(৫) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
(৬) খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
(৭) শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
(৮) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর

অডিটাধীন বৎসর (Audited Year) ঃ জানুয়ারী, ১৯৯৪ হতে ডিসেম্বর, ২০০৪ পর্যন্ত

অডিটের প্রকার (Type of Audit) ঃ **শিক্ষকদের অননুমোদিত অনুপস্থিতি বিষয়ক ইস্যুভিত্তিক অডিট**

অডিট কাল (Period of Audit) ঃ ২৭ মার্চ ২০০৫ হতে ২১ এপ্রিল ২০০৫ পর্যন্ত

অডিট টীম সংখ্যা (Number of Audit Teams) ঃ **৪টি**

দল নং-১

জনাব নজরুল ইসলাম আজাদ, উপ-পরিচালক, দলনেতা।
(১) জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল, এএন্ডএও, সদস্য।
(২) জনাব মোঃ আবু হানিফ, এস.এ.এস সুপার (চঃ দাঃ)

দল নং-২

জনাব পবিত্রেশ্বর রায়, এএন্ডএও, দলনেতা।
(১) জনাব ইব্রাহীম খলিল, এস.এ.এস সুপার, সদস্য
(২) জনাব রফিকুল ইসলাম, অডিটর, সদস্য।

দল নং-৩

জনাব কে.এম. রফিকুল আযম, এএন্ডএও, দলনেতা।
(১) জনাব শেখ সাইদুর রহমান, এস.এ.এস সুপার, সদস্য
(২) জনাব মোঃ আমানত আলী, অডিটর, সদস্য।

দল নং-৪

জনাব মোঃ শামছুল বাকী খান, উপ-পরিচালক, দলনেতা।
(১) জনাব খন্দকার শাহিদুল আলম, এএন্ডএও, সদস্য
(২) জনাব সুশীল কুমার অধিকারী, এস.এ.এস সুপার, সদস্য।

সার্বিক তত্ত্বাবধান (Overall supervision) ঃ মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of Audit) ঃ

- যথাযথভাবে বিধি অনুসরণ পূর্বক শিক্ষকদের বিদেশে অধ্যয়নের জন্য শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে কিনা তা যাচাই;
- শিক্ষাছুটি নিয়ে বিদেশে অননুমোদিত অনুপস্থিত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা পর্যালোচনা;
- অননুমোদিত অনুপস্থিত শিক্ষকদের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা আদায়ের বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা পরীক্ষা।

নিরীক্ষার পরিধি (Scope of Audit) ঃ

- বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী বিধি ও শিক্ষাছুটি বিধি পর্যালোচনা;
- বিদেশে শিক্ষা ছুটি ভোগরত শিক্ষকগণের ব্যক্তিগত নথি পর্যালোচনা;
- অননুমোদিত অনুপস্থিত শিক্ষকগণের তালিকা পর্যালোচনা;
- কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ।

নিরীক্ষার নির্ণায়ক (Audit Criteria) ঃ

- বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী বিধিমালা;
- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি বিধিমালা;
- শিক্ষকগণের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম।

অডিট পদ্ধতি (Audit Methodology) ঃ

- **দৈবচয়ন (Random Sampling) পদ্ধতিতে নমুনামূলক নিরীক্ষা।**

অডিটের ফলাফল (Audit Findings) ঃ

অনুচ্ছেদ নং	অনিয়মের বিবরণ	জড়িত টাকার পরিমাণ
০১	০২	০৩
১	৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাছুটি শেষে বিদেশ হতে শিক্ষকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন না করায় বেতন ভাতাদি ও অন্যান্য খরচ অনাদায়ে আর্থিক ক্ষতি	৮,৭০,৬৩,০৮৬/-

অনিয়মের কারণ ঃ

- নির্দিষ্ট সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান না করা।
- চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে বেতন ও অন্যান্য ভাতাদি গ্রহণ।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি বিধিমালা যথাযথ অনুসরণ না করা।

সুপারিশ (Recommendations) ঃ

(ক) উত্থাপিত আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সুপারিশ ঃ

- বিদেশে অননুমোদিত অনুপস্থিত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে চুক্তিনামা অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- অননুমোদিত অনুপস্থিতি এবং চাকুরীচ্যুত শিক্ষকগণের নিকট হতে ছুটির বেতন বাবত গৃহীত অর্থ বিধি মোতাবেক আদায় করা;
- বিদেশে অননুমোদিত অনুপস্থিত শিক্ষকদের Guarantor দের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা যেতে পারে।

(খ) ভবিষ্যতে এ ধরনের আপত্তির পুনরাবৃত্তি না ঘটার জন্য সুপারিশ ঃ

- সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে একটি uniform ছুটি বিধি প্রণয়ন করা ।

- ছুটি গ্রহণের বিপরীতে সম্পাদিত চুক্তিনামার প্রতিটি clause স্পষ্ট হওয়া এবং চুক্তিনামার ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন ।

- ছুটি গ্রহণের বিপরীতে Defaulter শিক্ষকের নিকট হতে অর্থ আদায় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত (ক) ও (খ) এর যে কোন একটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারেঃ -

(ক) (১) একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য যে কোন শিক্ষককে guarantor নিয়োগ করা যেতে পারে। ছুটিরত শিক্ষকের বেতন ভাতা guarantor এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হবে। সেক্ষেত্রে guarantor শিক্ষকের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব চাকুরীর দায়বদ্ধতা থাকবে বিধায় ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ সহজ হবে ।

(২) উচ্চ শিক্ষা বা গবেষণার লক্ষ্যে scholarship প্রাপ্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে ফেরত আসার পর ছুটিকালীন সময়ের বেতন ভাতাদি এককালীন প্রদানের বিধান করা যেতে পারে ।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ব্যতীত অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে guarantor নিয়োগের ক্ষেত্রে ছুটিকালীন বেতনের সমপরিমাণ অর্থের letter of guarantee/অন্য কোন ধরনের জামানত প্রদানের শর্ত আরোপ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রন জোরদার করা যেতে পারে ।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণের বিদেশে অননুমোদিত অনুপস্থিতির উপর বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল-এর ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন

৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

নিরীক্ষা বৎসর ঃ জানুয়ারী, ১৯৯৪ হতে ডিসেম্বর, ২০০৪ পর্যন্ত

দ্বিতীয় খন্ড

(অনিয়মের বিস্তারিত বিবরণ)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণের বিদেশে অননুমোদিত অনুপস্থিতির উপর বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল-এর

Bmy¨wfwËK wbix¶v cÖwZ‡e`b

৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

নিরীক্ষা বৎসর ঃ জানুয়ারী, ১৯৯৪ হতে ডিসেম্বর, ২০০৪ পর্যন্ত

দ্বিতীয় খন্ড

(অনিয়মের বিস্তারিত বিবরণ)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো ।

আসিফ আলী
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

তারিখঃ ..... বঙ্গাব্দ

খ্রিষ্টাব্দ

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১.০	ভূমিকা	৩-৪
২.০	অনিয়মের সংক্ষিপ্ত বিবরণী	৫
৩.০	অনিয়মের বিস্তারিত বিবরণ	৭-৯

ভূমিকা

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর এর অফিস আদেশ নং- ৪৩/এলএজি-১/সিএজি/২০০২-২০০৩/২১১৫ তাং- ২৩/৩/০৫ এর মাধ্যমে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অননুমোদিত অনুপস্থিত শিক্ষকদের নিকট সরকারের/ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা ও তাঁদের ছুটি মঞ্জুরীর যথার্থতা নিরূপনের জন্য নিরীক্ষা দল গঠন করা হয় ।

প্রতিষ্ঠান পরিচিতিঃ

- **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ**

  তৎকালীন পূর্ব বাংলার মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষা প্রদানের সুবিধার্থে অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীতধর্মী নতুন ধরনের আবাসিক ও একক শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ভারত সরকার ১৯১২ সালে স্যার রবার্ট নাথানকে সভাপতি করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে। কমিটি ১৯১৩ সালে রিপোর্ট প্রদান করেন, তবে ১৯১৪ সালে বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হওয়ায় কাজ চাপা পড়ে থাকে। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট XVIII অনুযায়ী ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু করে। ১৯৭৩ সালে নতুন আইন জারী করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনের নতুন নিয়ম প্রবর্তিত হয়। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৩ সালের অর্ডিন্যান্স বলে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে।

- **জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ঃ**

  শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ও প্রয়োজনের তাগিদে ১৯৭০ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট-১৯৭৩ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এটা দেশের একমাত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। সাভার উপজেলায় ৯০০ (নয়শত) একর জমির উপর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। শিক্ষার প্রসার এবং গবেষণামূলক শিক্ষাই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য।

- **বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ঃ**

  বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ শহর হতে প্রায় ৫ কিঃ মিঃ দক্ষিনে অবস্থিত। কৃষি প্রধান বাংলাদেশে কৃষির বিভিন্ন দিকে গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ কৃষিবিদ তৈরী করা, উচ্চতর কৃষি গবেষনার মাধ্যমে উন্নততর কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা এবং প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে তা কৃষির

মূল চালিকা শক্তি কৃষক পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া, দেশে কৃষির উন্নতি সাধন এবং কৃষি অর্থনীতি নির্ভর এ দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখাই হল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য।

- **রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ঃ**

১৯৫৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৭৩ সালে প্রণীত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট এবং সময় সময় প্রণীত ষ্ট্যাটিউট, অর্ডিন্যান্স দ্বারা এ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়। এটা দেশের উত্তরাঞ্চলের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়।

- **চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ঃ**

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্থর স্থাপিত হয়েছে ১৯৬৪ সালের ২৯শে আগষ্ট এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারী করা হয় ১৯৬৬ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর। পরবর্তীতে ২৫ শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ তারিখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট ১৯৭৩ জারী হয়। চট্টগ্রাম শহর হতে প্রায় ২২ কিঃ মিঃ উত্তরে ফতেহ্পুর ইউনিয়নে ১২৬৪.৭৩ একর পাহাড়ী ভূমির উপর এর অবস্থান।

- **খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ**

১৯৯১ সালে খুলনা সাতক্ষীরা মহাসড়কের পাশে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। খুলনা শহর থেকে ৩ কিঃ মিঃ দুরে গল্লামারী নামক স্থানে ১৪৫ একর জমির উপর এর অবস্থান। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিপ্লিন সংখ্যা ১৫টি।

- **শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সিলেট ঃ**

১৯৮৬ সালের ২৫শে আগষ্ট তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন অনুষদের আওতায় ছাত্র/ছাত্রীগণ সম্মান ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর বিভিন্ন বর্ষে অধ্যায়নরত। শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একাডেমী ভবন, আবাসিক হল, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের আবাসিক ভবন পর্যাপ্ত না থাকায় বিপুল সংখ্যক ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা/কর্মচারী সিলেট শহরে অবস্থান করেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন সেক্টরে ব্যয়ের পরিমাণ অস্বাভাবিক।

- **বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ঃ**

১৯৯৪ সনের ১নং আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাবেক " ইনষ্টিটিউট অব পোষ্ট গ্রাজুয়েট ষ্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) " কে পুর্ণগঠন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-১৯৯৮ এর মাধ্যমে ২২ শে নভেম্বর ১৯৯৮ ইং তারিখে গাজীপুর জেলার সালনাতে ১৮৭ একর জমিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষিতে উচ্চতর শিক্ষার প্রসার এবং কৃষির সাথে সম্পর্কযুক্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে উন্নত শিক্ষাদান, গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের লক্ষ্যে কৃষি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক এবং এম.এস. ও পি.এইচ.ডি ডিগ্রীসহ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা ও

গবেষণার ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লগ্ন হতে এম.এস এবং পি.এইচ.ডি ডিগ্রী প্রদানের জন্য ছাত্র ছাত্রী ভর্তি করা হয়।

অনিয়মের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

ক্রঃ নং	অনিয়মের বিবরণ	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	জড়িত শিক্ষকের সংখ্যা	জড়িত টাকার পরিমাণ	৩য় খন্ডের পৃষ্ঠা নং
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
১	৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাছুটি শেষে বিদেশ হতে শিক্ষকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন না করায় বেতন ভাতাদি ও অন্যান্য খরচ অনাদায়ে আর্থিক ক্ষতি।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১০৯ জন	২,০০,০৬,৯৪৭/-	৩-২০
২		জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	১১ ”	৩৭,৫১,৫৩১/-	২১-২৪
৩		বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	৪ ”	৮৫,৩৩,১৯২/-	২৫-২৬
৪		রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	১৪ ”	৫০,৪৫,৩৯২/-	২৭-৩০
৫		চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	১২ ”	২,২৪,৬২,৪৮২/-	৩১-৩৩
৬		খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	১৫ ”	৩৭,৪২,৭৫৮/-	৩৪-৩৮
৭		শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	৪৩ ”	২,০৭,৪৬,৬৯১/-	৩৯-৪৯
৮		বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর	৪	২৭,৭৪,০৯৩/-	৫০-৫১
			সর্বমোট=	৮,৭০,৬৩,০৮৬/-	

উত্থাপিত আপত্তির সার সংক্ষেপ ঃ-

- মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ঃ- ৮টি
- মোট জড়িত শিক্ষকের সংখ্যাঃ- ২১২ জন
- মোট জড়িত অর্থের পরিমাণঃ- ৮,৭০,৬৩,০৮৬/-

অনিয়মের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ নং- ১৷৷

শিক্ষাছুটি শেষে বিদেশ হতে শিক্ষকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন না করায় বেতন ভাতাদি ও অন্যান্য খরচ অনাদায়ে ৮,৭০,৬৩,০৮৬/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জানুয়ারী ১৯৯৪ হতে ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত সময়ে "শিক্ষকগণের বিদেশে অননুমোদিত অনুপস্থিতির" উপর ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষাকালে উচচ শিক্ষার্থে বিদেশ গমনকৃত শিক্ষকদের ব্যক্তিগত নথি, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত তালিকা ও দায়দেনা রেজিষ্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শিক্ষাছুটি শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন না করায় চুক্তির শর্ত ভঙ্গের কারনে আরোপিত সুদ, বেতন, ভাতাদি ও অন্যান্য পাওনা বাবদ ২১২ জন শিক্ষকের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ৮,৭০,৬৩,০৮৬/- টাকা পাওনা রয়েছে। স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছুটিবিধি এবং ছুটি মঞ্জুরের বিপরীতে সম্পাদিত চুক্তিপত্র নিরীক্ষান্তে প্রতীয়মান হয় যে, অনুমোদিত ছুটির পর কাজে যোগদান না করলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণকে শিক্ষাছুটি কালীন সময়ে প্রদত্ত সমুদয় অর্থ এককালীন স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হারে সুদ সহ ফেরৎ প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বর্ণিত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়ঃ

- কর্মক্ষেত্রে অননুমোদিত অনুপস্থিতি।
- ছুটি শেষে দেশে ফিরে ছুটির শর্ত মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়কাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীতে নিয়োজিত না থাকা।
- বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট "১-৮" তে দেয়া হলো।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

এ বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানান যে, " পরিশিষ্টে" বর্ণিত শিক্ষকদের নিকট হতে অর্থ আদায়ের ব্যাপারে তাদের বর্তমান কর্মস্থল এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। তাদের অবস্থান জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।" অডিট আপত্তি উত্থাপন হওয়ায় ইতোমধ্যে যাদের নিকট থেকে আংশিক টাকা আদায় করা হয়েছে তাদের নামের পার্শ্বে এই বইয়ের তৃতীয় খন্ডের পরিশিষ্টে সর্বশেষ অগ্রগতি বর্ণিত হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

- স্থানীয় অফিসের জবাব মোতাবেক অতি সত্বর অবশিষ্ট অনাদায়ী টাকা আদায় সহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।
- চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে মেধা সম্পন্ন শিক্ষকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা না করায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীরা কাঙ্খিত শিক্ষা অর্জন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

অডিটের সুপারিশঃ

- সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ছুটি মঞ্জুরের লক্ষ্যে একটি uniform ছুটি বিধি প্রনয়ন করা আবশ্যক।
- চুক্তির শর্তানুযায়ী বর্ণিত শিক্ষকদের নিকট হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা হালনাগাদ সুদসহ নির্ধারণ পূর্বক আদায় করা আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি রোধে প্রথম খন্ডে প্রদত্ত সুপারিশসমূহের আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর